লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিমের সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধিদলের পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

সূচি

ক্রমিক নং	পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম	পৃষ্ঠা নং
১।	বাগেরহাট জেলার মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৪
২।	জেলা ও দায়রা জজ আদালত, খুলনা এর ডিজিটাল সেবা	৭
৩।	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর ডিজিটাল সেবা	৭
৪।	যশোর জেলার শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের ডিজিটাল সেবা	৮
৫।	পরিদর্শনে শিক্ষণীয় বিষয় (Lessons Learning)	১২
৬।	ইনোভেশন টিম গঠন সংক্রান্ত অফিস আদেশ	কপি সংযুক্ত
৭।	ইনোভেশন টিমের পরিদর্শন সংক্রান্ত অফিস আদেশ	কপি সংযুক্ত
৮।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপস্থাপিত তথ্যাদি/ডকুমেন্টস	তথ্যাদি/ডকুমেন্টস সংযুক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.legislativediv.gov.bd

বিষয়: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিমের সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধিদল কর্তৃক বাগেরহাট জেলার মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যক্রম (Vehicle Tracking System), জেলা ও দায়রা জজ আদালত, খুলনা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এবং যশোর জেলার শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত।

টিম লিডার : ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন
যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

পরিদর্শনের তারিখ : ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.।

স্থান: মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাগেরহাট, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, খুলনা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীনকে চিফ ইনোভেশন অফিসার করে আট সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট-ক**)। এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার কর্মসম্পাদন সূচক নং ২.২.৫ এ দেশে/ বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর কর্মসম্পাদন সূচক ২.২.৫ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন-এর নেতৃত্বে গঠিত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে প্রতিনিধিদল গঠন করা হয় (**পরিশিষ্ট-খ**)। উক্ত প্রতিনিধিদল বাগেরহাট জেলার মোংলা বন্দরের (Vehicle Tracking System) ও বিভিন্ন operational কার্যক্রম পরিদর্শন ও বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, প্রতিনিধিদল জেলা ও দায়রা জজ আদালত, খুলনা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা পরিদর্শন করেন। অতঃপর যশোর জেলার শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কার্যালয়ে মতবিনিময় এবং বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নরূপ, যথা:-

১। **মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিদর্শন:**

২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ভবনে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলীর সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (হারবার ও মেরিন) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার, (সি), এনপিপি, পিএসসি, বিএন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রোগ্রামার জনাব সগীর আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী জনাব শিরীন আফরোজ অনু ও পাইলট জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ প্রামানিক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বন্দরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কার্যক্রম, পরিচিতি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, সেবা সহজীকরণ, ডিজিটাল সেবা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, VTMIS এর কার্যক্রম, প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেন।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিম এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ইনোভেশন টিমের মতবিনিময় সভা

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত মোংলা সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর। এটি পশুর নদীর তীরে অবস্থিত। মোংলা বন্দর চালনা বন্দর নামে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চালনা বন্দর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ নাম পরিবর্তন করে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণ, পোর্টভিত্তিক শিল্পের বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, আন্তর্জাতিক শিপিং লাইন এবং অন্যান্য সংস্থাকে জেটি, গুদাম, কার্গো হ্যান্ডেলিং যন্ত্রপাতি সুবিধা প্রদান, নিরাপদ শিপিং ব্যবস্থা, চ্যানেলে পর্যাপ্ত পানির গভীরতা বজায় রাখা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মোংলা বন্দরে জাহাজ ভেড়ানোর জন্য ১১টি জেটি রয়েছে। পণ্য রাখার জন্য রয়েছে ৭টি শেড ও ৮টি ওয়্যারহাউস। নদীর গভীরে রয়েছে ১২টি ভাসমান নোঙরস্থান। মোংলা বন্দরের প্রাণস্পন্দন সচল রাখতে এখানে নিয়মিত ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোংলা সমুদ্র বন্দরে প্রায় ৮৮৬টি জাহাজ, ১১৩.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো, ৩২২.৬৯টি ইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয় এবং ২১,৪৮৪টি গাড়ি আমদানি করা হয়।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিম এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ইনোভেশন টিমের মতবিনিময় সভা

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী প্রকৌশলী জনাব শিরীন আফরোজ অনু তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহের মধ্যে তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় wastage burn house নির্মাণ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ভবন হতে জেটি মেইন গেট পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ইত্যাদির উল্লেখ করেন। এছাড়া, তিনি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সেবা সহজীকরণের বিষয়ে অবহিত করেন। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধিকাংশ সেবা ও কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মোংলা সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পাইলট জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ প্রামাণিক তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, মোংলা বন্দরকে আধুনিকায়ন, বন্দর সীমানায় আগত সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ মনিটরিং করাসহ দক্ষতার সাথে হ্যান্ডলিং করার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার মান উন্নীতকরণ, বন্দরে আগত ও প্রস্থানকারী সকল জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দুর্ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্ঘটনা পরবর্তীতে তদন্ত করা প্রভৃতি কার্যক্রমের জন্য মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ভ্যাসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (VTMIS) চালু রয়েছে। মোংলা বন্দর চ্যানেলের মোংলা, হিরণ পয়েন্ট, হামিদ ও হাড়বাড়িয়া এলাকায় ৪টি অত্যাধুনিক টাওয়ারের মাধ্যমে VTMIS এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে রাডার, রেডিও টেকনোলজি, ওয়্যারল্যাস সিস্টেম, এআইএস (অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম), ডিএসসি (ডিজিটাল সিলেকটিভ কলিং) ও ভিডিও ক্যামেরা। এই সিস্টেমের মাধ্যমে বন্দর চ্যানেলের কোথাও কোনো দুর্ঘটনা বা বিপদ হলে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানতে পারে। এছাড়াও জাহাজ আগমন ও নির্গমনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্তৃপক্ষের সার্ভারে সংরক্ষিত হয়।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের VTMIS কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন

মতবিনিময় সভায় টিম লিডার ও যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরিচিতি ও বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বন্দর কর্তৃপক্ষকে VTMIS কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব এবং ই-গভর্ন্যান্স টিমের সদস্য জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের তথ্য প্রদান কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় অবহিত করেন।

সহকারী প্রকৌশলী জনাব শিরীন আফরোজ অনু ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখান। প্রথমে বন্দরের জাহাজ ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং রুমে নিয়ে যান। পরবর্তীতে বন্দরের VTMIS কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করান। এছাড়া মোংলা চ্যানেল এবং জাহাজে কার্গো ও কন্টেইনার উত্তোলন ও অবতরণের স্থান এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করা হয়।

অতঃপর মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে পরিদর্শন সমাপ্ত করা হয়।

২। **জেলা ও দায়রা জজ আদালত, খুলনা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন:**

২৩ ফেব্রুয়ারি রোজ বুধবার বিকেল ৫ ঘটিকায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিমের সদস্যগণ জেলা ও দায়রা জজ আদালত, খুলনা এর ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন করেন। খুলনা জেলার সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জনাব মীর শফিকুল আলম উক্ত আদালতের সভাকক্ষে এ বিভাগের প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮, Evidence (Amendment) Act, 2022 (২০২২ সনের ২০ নং আইন)-সহ আদালতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রতিনিদিলকে অবহিত করেন। তিনি বিশেষত করোনাকালীন সময়ে উক্ত আদালত কর্তৃক অডিও-ভিডিও পদ্ধতিতে বিচারপ্রার্থী পক্ষগণ, তাদের আইনজীবী ও সাক্ষীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে মামলার বিচার, বিচারিক অনুসন্ধান কার্যক্রম, দরখাস্ত দাখিল, আপিল শুনানি, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং যুক্তিতর্ক উপস্থাপন বিষয়ে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন।

জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর সাথে এবং প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভা

পরবর্তীতে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর বিচারক (জেলা জজ) জনাব আব্দুস সালাম এর সাথে মতবিনিময় করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় জনাব আব্দুস সালাম জানান যে, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি সহজতর হয়েছে । এর ফলে অপরাধ সংশ্লিষ্ট আলামত এবং সাক্ষ্যের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরাধী কর্তৃক বিভিন্ন আলামত মুছে ফেলার প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হবে। তিনি অবকাঠামোগত অপ্রতুলতার কারণে ট্রাইব্যুনালে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ এর বিধানাবলির প্রায়োগিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে সংশোধিত Evidence (Amendment) Act, 2022 (২০২২ সনের ২০ নং আইন) এর ফলে ট্রাইব্যুনালে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সহজতর হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা জনাব মীর শফিকুল আলম, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর বিচারক (জেলা জজ) জনাব আব্দুস সালাম এবং প্রতিনিধিদলের সদস্য

সংক্ষিপ্ত চা-পর্বের পর জেলা ও দায়রা জজ আদালত, খুলনা এর ডিজিটাল সেবা পরিদশর্ন সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, খুলনা এর পরিদর্শন কার্যক্রম টিমের পরিদর্শনসূচিতে না থাকলেও খুলনা জেলার সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জনাব মীর শফিকুল আলম এর আমন্ত্রণে উক্ত আদালত পরিদর্শন করা হয়। সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জনাব মীর শফিকুল আলম এর আতিথেয়তা এবং আন্তরিকতার জন্য প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৩। **শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এর ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন:**

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. তারিখ শনিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এর কনফারেন্স রুমে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি টেকসিটি বাংলাদেশ লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মোসলেম উদ্দীন শিকদারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে প্রতিনিধিদলের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় টেকসিটি বাংলাদেশ লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মোসলেম উদ্দীন শিকদার শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও আইসিটি পার্ক কর্তৃক প্রদত্ত সেবা এবং সেবা প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় আবশ্যক তা তুলে ধরেন।

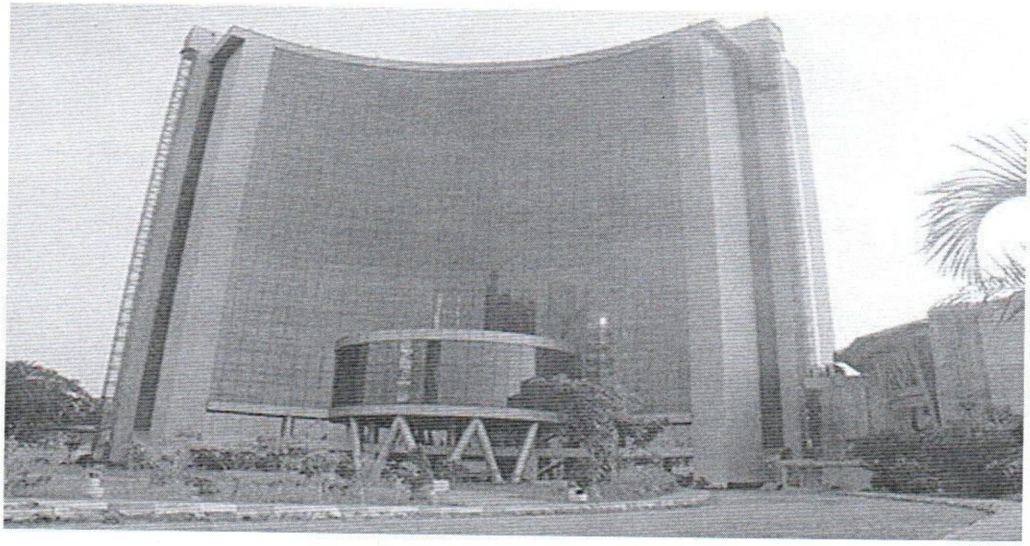

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

জনাব মোসলেম উদ্দীন শিকদার জানান যে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সারা দেশে ৪০টি হাই-টেক পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উহার অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর দেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক হিসেবে যশোর সফটওয়্যার পার্কের উদ্বোধন করেন। যশোর শহরের নাজির শঙ্করপুর এলাকায় ১২ একরের বেশি জমিতে প্রতিষ্ঠিত পার্কটিতে তিনটি ভবন রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য ইজারাযোগ্য জায়গা রয়েছে প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজার বর্গফুট। আরও রয়েছে আবাসন, সম্মেলন, মেলা আয়োজনসহ নানা সুবিধা। পার্কটি নির্মাণে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৩০৫ কোটি টাকা।

তিনি জানান যে, সরকার কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করা হাই-টেক পার্ক স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য। উক্ত উদ্দেশ্যসহ যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়ন;

(খ) মৌলিক অবকাঠামো স্থাপন;

(গ) বিনিয়োগকারীদের জন্য তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা;

(ঘ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; এবং

(ঙ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে জ্ঞানভিত্তিক শিল্প স্থাপন।

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ২০১৭ সালে টেকসিটি বাংলাদেশ লিমিটেড-কে ১৫ বছরের জন্য যশোরের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে প্রতিনিধিদল

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যদিও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করা যশোর হাই-টেক পার্ক স্থাপনের অন্যতম লক্ষ্য কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো বিদেশি কোম্পানি উক্ত পার্কে বিনিয়োগ করেনি। তবে যৌথ উদ্যোগে একটি জাপানি কোম্পানি উক্ত পার্কে বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু দক্ষ জনবলের ঘাটতির কারণে উক্ত কোম্পানি পার্কে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেনি। বর্তমানে পার্কে সফটওয়্যার তৈরি, ডাটা সেন্টার, ই-কমার্স, কল সেন্টার, ইন্টারনেট সেবা ও ডিজিটাল মার্কেটিং সংশ্লিষ্ট ৫২টি আইসিটি কোম্পানি তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে।

তিনি জানান যে, পার্কে বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার ১০ বছরের কর মওকুফ, বিদেশি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক মওকুফ, ভর্তুকি মূল্যে অবকাঠামো ব্যবহারসহ নানা ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকে। পার্কে আইসিটি উদ্যোক্তাদের জন্য বিনামূল্যে জায়গা বরাদ্দ প্রদান করা ছাড়াও ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সুপার কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। করোনাকালীন সংকটের জন্য পার্কে অবস্থিত বিনিয়োগকারীদের এক বছরের ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ করা হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে প্রতিনিধিদল

এ পর্যায়ে টিম লিডার ও যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন লেজিলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরিচিতি, বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর কর্তৃপক্ষকে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান জানতে চান যে, আইসিটি পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রচারণার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? জনাব মোসলেম উদ্দীন শিকদার সভাকে জানান যে, উক্ত বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট সকলের নিজের অবস্থান থেকে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

এ বিভাগের সিস্টেম এনালিস্ট মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন জানতে চান যে, পার্কে সেবা প্রদানকারী সরকারি ব্যান্ডউইথ সরবরাহকারীদের সাথে বেসরকারি সরবরাহকারীদের মূল্যের কোনো তারতম্য আছে কিনা? জবাবে জনাব মোসলেম উদ্দীন শিকদার জানান যে, পার্কে সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি ব্যান্ডউইথ সরবরাহকারীদের মূল্যের কোনো তারতম্য নেই।

প্রতিনিধিদল কর্তৃক শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এর ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন

পরবর্তীতে লেজিলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিমের সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টেকসিটি বাংলাদেশ লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মোসলেম উদ্দীন শিকদার শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে অবস্থিত বিভিন্ন আইসিটি কোম্পানির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

৪। **পরিদর্শনে শিক্ষণীয় বিষয় (Lessons Learning):**

৪.১। ইনোভেশন টিম কর্তৃক মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের VTMIS এর অপারেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করে ডিজিটাল সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে মোংলা বন্দরের মত আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট একটি ব্যস্ততম বন্দরের জটিল অপারেশন কার্যক্রম কত সহজে ও কার্যকরভাবে করা যায় তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা/জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। Digital Transformation এর কারণে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিভিন্ন পরিচালনা ইউনিটের কার্যক্রম সংক্রান্ত আইন, বিধি, প্রবিধি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য কোনো চুক্তি/সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট এর উপর মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে এর অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অধিকন্তু ভবিষ্যতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কোনো উদ্ভাবনী ধারণার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সহায়ক হবে।

৪.২। জেলা ও দায়রা জজ আদালত, খুলনা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এর ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন কার্যক্রমের মাধ্যমে আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। যা ভবিষ্যতে আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৪.৩। শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর পরিদর্শনের মাধ্যমে দেশের প্রথম আইসিটি পার্কের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং বিদেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্থানীয় অফিসসমূহ/প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন মর্মে ইনোভেশন টিমের নিকট অনুভূত হয়েছে। এছাড়া, উক্ত পার্কে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে দেশে-বিদেশে ডিজিটাল মাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন। উক্ত টেকনোলজি পার্কে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বিদেশে নানা ধরনের প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে ইনোভেশন টিম মনে করে।

২১/০৫/২০২৩

(ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন)
টিম লিডার
ও
যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)
এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.legislativediv.gov.bd

নম্বর: ৫৫.০০.০০০০.১১৮.৩৭.০০১.২১-৬৩

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪২৯
০৩ আগস্ট ২০২২

অফিস আদেশ

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম পুনর্গঠন করা হলো, যথা:-

ক্রম	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
১.	ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)	চিফ ইনোভেশন অফিসার
২.	মোঃ মুনিরুজ্জামান	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)	সদস্য
৩.	জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন	সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম	উপসচিব (ড্রাফটিং)	সদস্য
৫.	উপসচিব / সিনিয়র সহকারী সচিব	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা	সদস্য
৬.	প্রকৌশলী মোঃ নাহিদ মিয়া	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ আরিফ রব্বানী খান	সহকারী সচিব (লেঃঅঃ)	সদস্য
৯.	সহকারী সচিব	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা	সদস্য সচিব

ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন টিমের কার্যপরিধি:

(১) স্ব স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুনগত পরিবর্তন আনয়ন;

(২) এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বৎসরের শুরুতে মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৩) প্রতি ৩ মাসে টিমের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

(৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।

(৫) কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী এ বিভাগের কোন কর্মকর্তাকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪-৮-২০২২
সৌমেন পালিত বাবু

সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ০২৫৫১০০৩৮১
ইমেইল:
babusowmen@gmail.com

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪২৯
০৩ আগস্ট ২০২২

নম্বর: ৫৫.০০.০০০০.১১৮.৩৭.০০১.২১-৬৩/১(১৪)

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

১) ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২) মোঃ মুনিরুজ্জামান, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৩) জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন, সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৪) জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম, উপসচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৫) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৬) জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৭) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৮) প্রকৌশলী মোঃ নাহিদ মিয়া, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৯) সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১০) জনাব মোঃ আরিফ রব্বানী খান, সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১১) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১২) যুগ্মসচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৩) উপসচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৪) অফিস কপি।

Sopalit
৪-৮-২০২২
সৌমেন পালিত বাবু
সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.legislativediv.gov.bd

নম্বর: ৫৫.০০.০০০০.১১৫.২৫.০০১.২০.১২

তারিখ: ২৩ মাঘ ১৪২৯
০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অফিস আদেশ

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিমের সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে আয়োজিত আগামী ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. ০৩ দিনের (শুক্র ও শনিবারসহ) পরিদর্শন প্রোগ্রামে যশোর জেলার শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ও বাগেরহাট জেলার মংলা সমুদ্র বন্দর এর উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও ডিজিটাল সেবা পরিদর্শনের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে মনোনয়ন প্রদান করা হলো, যথা:-

(১ম ব্যাচ) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম	পদবি
১।	ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
২।	মোঃ মুনিরুজ্জামান	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) (চ. দা.) (প্রশাসন) ও সদস্য, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
৩।	মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন	সিস্টেম অ্যানালিস্ট ও সদস্য, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
৪।	মোহাম্মদ আরিফুল কায়সার	উপসচিব (ড্রাফটিং)
৫।	মোহাম্মদ আবদুল হালিম	উপসচিব (ড্রাফটিং) ও সদস্য, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
৬।	মোহাম্মদ আবু কাউছার	উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা) ও সদস্য, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
৭।	মাবিয়া খাতুন	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
৮।	মোঃ সাহিনুর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ও সদস্য, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
৯।	ফাহমিদা বেগম	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
১০।	মোঃ আনিছুন নবী	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
১১।	প্রকৌশলী মোঃ নাহিদ মিয়া	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও সদস্য, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
১২।	সৌমেন পালিত বাবু	সহকারী সচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা) ও সদস্য সচিব, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
১৩।	মোঃ আরিফ রব্বানী খান	সহকারী সচিব (লে.অ.) ও সদস্য, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম
১৪।	মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)
১৫।	মীর আনোয়ারুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১৬।	মোহাম্মদ শামছুল আলম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১৭।	মোঃ ইউনুস নবী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১৮।	মোঃ মহিউদ্দিন	ক্যাশিয়ার ও সাপোর্টিং স্টাফ
১৯।	রনজিত পাল সুমন	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও সাপোর্টিং স্টাফ
২০।	মোঃ শহিদুল আলম	অফিস সহায়ক ও সাপোর্টিং স্টাফ

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারি করা হলো।

৬-২-২০২৩
মোঃ আশিকুজ্জামান
সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৭৮৩
ইমেইল:
training.report@legislativediv

নম্বর: ৫৫.০০.০০০০.১১৫.২৫.০০১.২০.১২/১(২৫)

তারিখ: ২৩ মাঘ ১৪২৯
০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং-২), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২) মোঃ মুনিরুজ্জামান, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং-৮, প্রশাসন) (চ. দা.), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৩) মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন, সিস্টেম অ্যানালিস্ট, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৪) মোহাম্মদ আরিফুল কায়সার, উপসচিব (ড্রাফটিং-৫), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৫) মোহাম্মদ আবদুল হালিম, উপসচিব (ড্রাফটিং-৬), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৬) মোহাম্মদ আবু কাউছার, উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৭) মাবিয়া খাতুন, সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং-৬), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৮) মোঃ সাহিনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং-৯), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৯) ফাহমিদা বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং-১০), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১০) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১১) মোঃ আনিছুন নবী, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১২) প্রকৌশলী মোঃ নাহিদ মিয়া, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৩) সৌমেন পালিত বাবু, সহকারী সচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৪) মোঃ আরিফ রব্বানী খান, সহকারী সচিব (লে. অ.-২), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৫) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৬) সহকারী প্রোগ্রামার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৭) মীর আনোয়ারুজ্জামান, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৮) মোহাম্মদ শামছুল আলম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৯) অতিরিক্ত সচিব (ড্রাফটিং) (চ. দা.) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২০) মোঃ ইউনুস নবী, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২১) যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং-৮, প্রশাসন) (চ. দা.) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২২) মোঃ মহিউদ্দিন, ক্যাশিয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২৩) রনজিত পাল সুমন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২৪) মোঃ শহিদুল আলম, অফিস সহায়ক, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২৫) অফিস কপি।

৬-২-২০২৩
মোঃ আশিকুজ্জামান
সহকারী সচিব

ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)

স্বাগতম

VTMIS এর উদ্দেশ্য

- মোংলা বন্দরকে আধুনিকায়ন, বন্দর সীমানায় আগত সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ মনিটরিং করাসহ দক্ষতার সাথে হ্যান্ডলিং করার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার মান উন্নীত করা।
- বন্দরে বিদেশী জাহাজ আগমন ও নির্গমনকারী সকল জাহাজের Safety & Security নিশ্চিতকরণ, চ্যানেলের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, দূর্ঘটনাকবলিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।
- বন্দর এলাকায় দূর্ঘটনা পরবর্তীতে তদন্তকরণ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণসহ জাহাজ সমূহের গতিবিধি মনিটরিং করার লক্ষ্যে IMO Convention এর আলোকে IALA Standard (Vol.128) অনুযায়ী ISPS (International Ship Port Security) কোড Implement করা।
- বন্দর এলাকায় দূর্ঘটনা পরবর্তীতে তদন্তকরণ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণসহ জাহাজ সমূহের গতিবিধি মনিটরিংসহ উক্ত ঘটনাবলি সংরক্ষন করা।

VTMIS এর সুবিধা

- মোংলা বন্দরে ইতিপূর্বে কোন ভিটিএমআইএস ছিল না। ফলে বিদেশী জাহাজের সহিত ভি.এইচ.এফ এর মাধ্যেমে যোগাযোগ করা হতো। বর্তমানে ভিটিএমআইএসএর মাধ্যেমে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
- মোংলা বন্দর আর্ন্তজাতিক বন্দর হিসাবে ভিটিএমআইএস এ মাধ্যমে বিদেশী জাহাজের আগমন ও নির্গমন নিরাপত্তার সহিত নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতের কারণে জাহাজের আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
- IMO Convention এর আলোকে ISPS (International Ship Port Security) কোড Implement করা হয়েছে।

VTMIS এর ৪টি টাওয়ারের অবস্থান

Vessel Traffic Management and Information System(VTMIS)

VTMIS Control Room Building at Mongla.

Description: মোংলাস্থ কন্ট্রোল রুম ভবন (মবক এর নিজস্ব অর্থে নির্মিত)।

ভবনটির ১৭ টি পাইলের সমন্বয়ে ৬২ x ২১ বর্গফুট আয়তনে নির্মিত হয়েছে।

Mongla

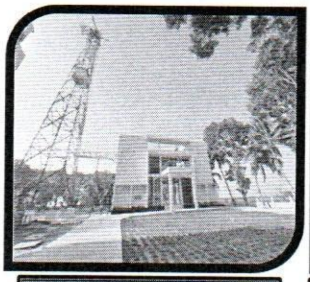

Mongla VTMIS Radar Site

Mongla VTMIS Server Room

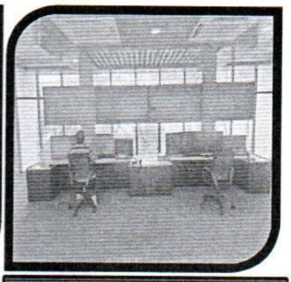

Mongla VTMIS Control Room

Description: মোংলাস্থ টাওয়ার, সার্ভার ও কন্ট্রোল রুম।

- মোংলাস্থ টাওয়ার ০৪ টি লেগের সমন্বয়ে ৪৩ মিটার উচ্চতায় গ্যালভানাইজ স্টীলে টাওয়ারটি নির্মিত। যা বিএনডাব্লিউ কোডের আদলে ২৬৫ কিলোমিটার বেগে বাতাসের গতি রোধ করতে সক্ষম।

Harbariya

Harbaria VTMIS Rada Site

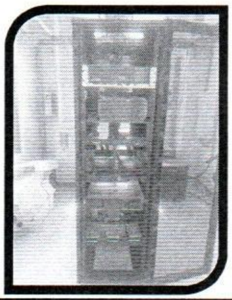

Harbaria VTMIS Server Room

Description: হারবারিয়া টাওয়ার বেজ ভবন এবং সার্ভার রুম।

ভবনটি ৪র্থ টিয়ারের উপরে ২০ মিটার উচ্চতার রাডার টাওয়ার।

Hamid Point

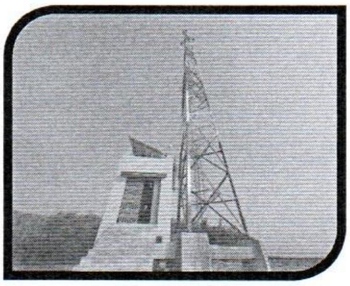

Description: হামিদ পয়েন্ট টাওয়ার ও জেনারেটর রুম।

উক্ত টাওয়ারটি ৯৩ ফুট গভীরতার পাইল কর্তৃক গ্যালভানাইজ স্টীল দ্বারা নির্মিত টাওয়ারের উচ্চতা ৪১ মিটার।

Hiron Point

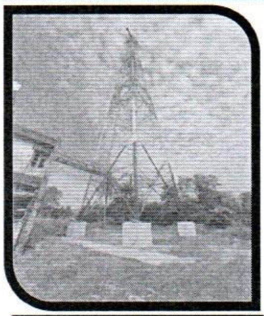

Hiron Point VTMIS Rada Site

Hiron Point VTMIS Server Room

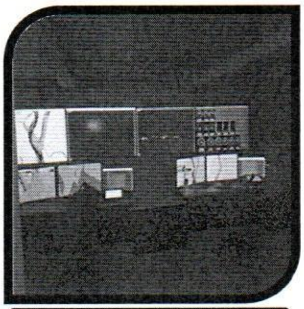

Hiron Point VTMIS Control Room

Description: হিরণপয়েন্ট টাওয়ার, কন্ট্রোল ও সার্ভার রুম।

• হিরণপয়েন্ট টাওয়ার ০৪ টি লেগের সমন্বয়ে ৫৮ মিটার উচ্চতায় গ্যালভানাইজ স্টীল টাওয়ারটি নির্মিত।

যা বিএনডাব্লিউ কোডের আদলে ২৬৫ কিলোমিটার বেগে বাতাসের গতি রোধ করতে সক্ষম।

VTS Operator Console

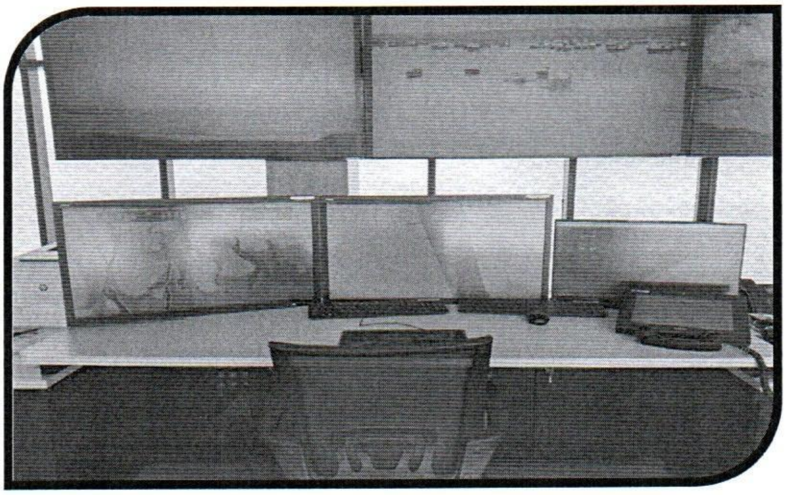

VTMIS station Console & Camera view.

Shallow Soundings and Deep Soundings

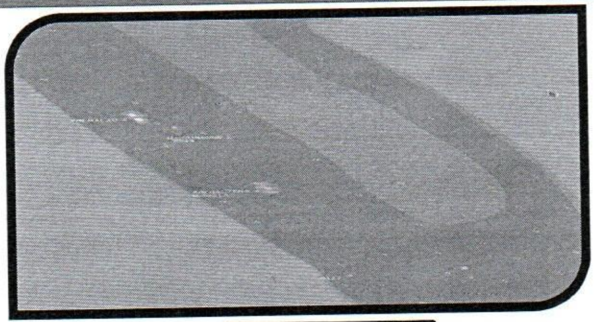

Vessel safety ensue

Description: ENC View.

Radar Operation Showing at Aramis

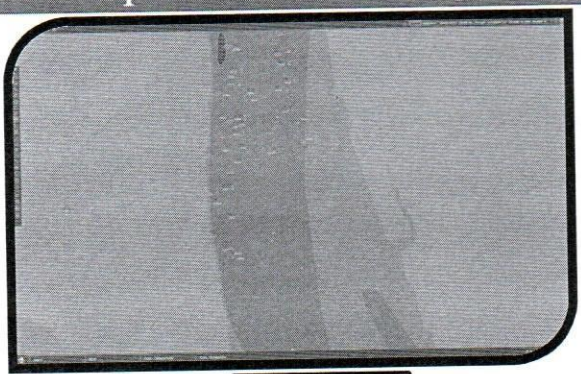

Showing Radar Eco

Description: RADAR Target.

AIS Operation Showing in Aramis

Vessel AIS Information

Description: Vessel & ENC information by system.

Vessel Identification Operation Showing at Aramis

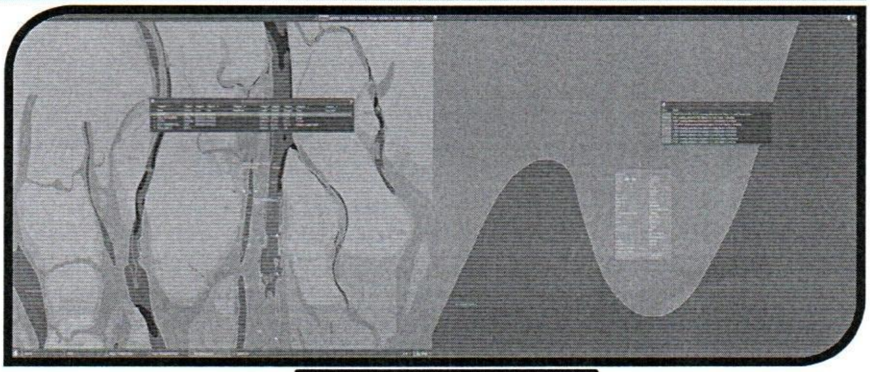

Vessel Identification System in ENC

Description: Hiron Point and Fairway Vessel informations by Automatic Identification System (AIS).

GPS Operation Showing at Aramis

ENC Without Radar Eco

ENC With Radar Eco

Description: Eclectic Navigational Charts(ENC) without RADAR Echo.

Vessel Movement Alart Operation

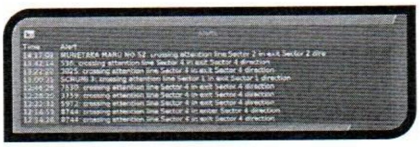

ENC Without Radar Eco

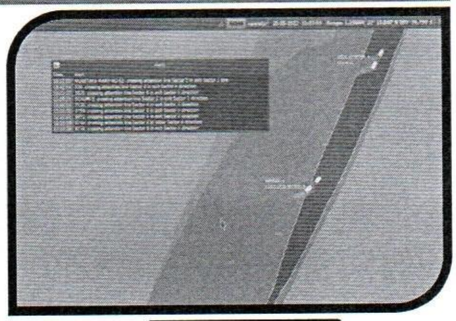

ENC With Radar Eco

Description: DSC Information and list of vessel in the Pussur channel.

Bearing Multipoint Bearing/ Distance Operation

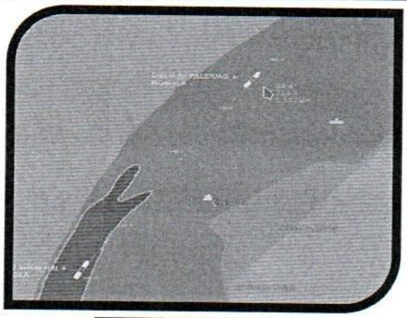

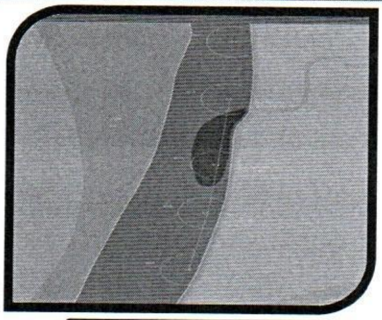

Description: Vessel information by VTMIS system.

ARGOSGUI Operation

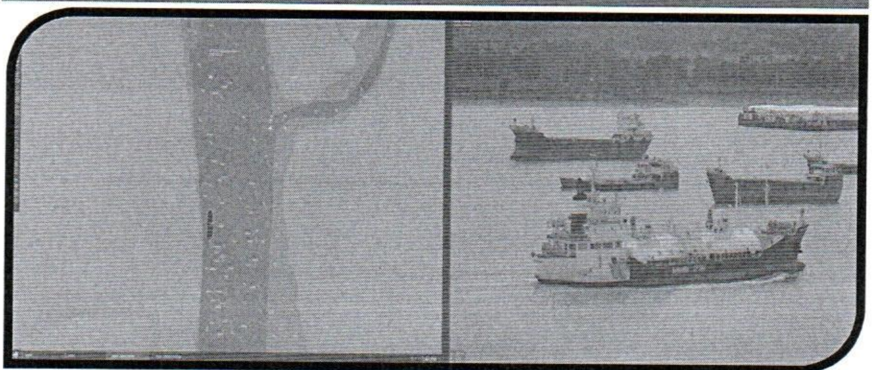

Selective Vessel Monitoring Operation

Description: RADAR and Camera View on Monitor.

ARGOSGUI Operation

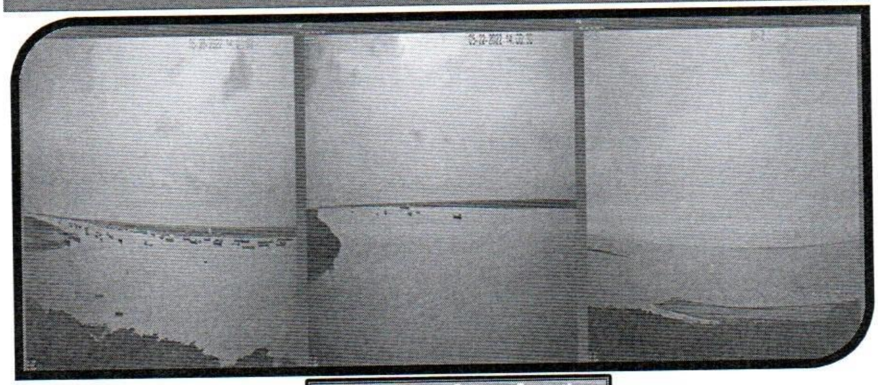

Chennal security Camera Operation

Description: Mongla, Harbaria and Hiron Point life View by Camera.

HYMEGUI Operation

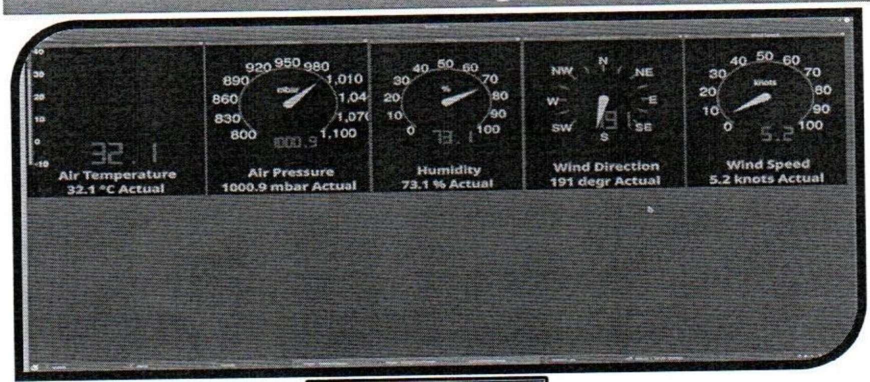

Weather Control Operation

Description: Weather Information.

DSC Operation

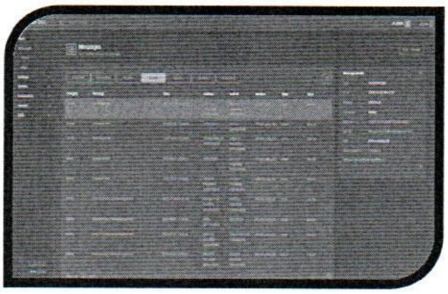

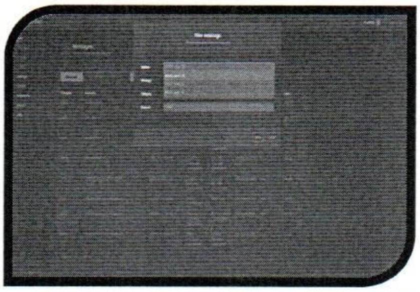

Description: Digital Selecting Call (DSC) information.

VHF Operation Using OCP

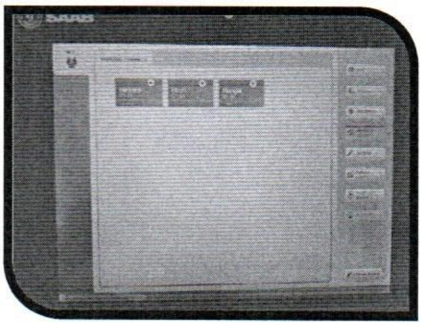

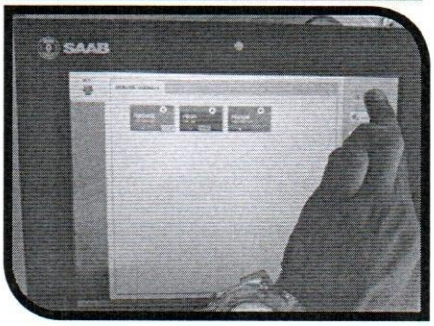

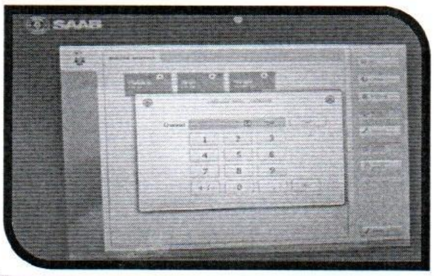

Description: VHF touch screen monitor.

ধন্যবাদ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
MONGLA PORT AUTHORITY

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন বিষয়ক টিমের সদস্যবৃন্দ এবং মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সকলকে

স্বাগতম

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ফোকাল পয়েন্ট

ক্র.নং	নাম ও পদবি		
১।	জনাব মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) (যুগ্ম-সচিব)	-	মবক, মোংলা ও ই-গভর্ন্যান্স উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম

ক্র.নং	নাম ও পদবি		
১।	জনাব মোঃ শাহীনুর আলম পরিচালক (প্রশাসন)	-	মবক, মোংলা ও সদস্য, ইনোভেশন টিম।
২।	জনাব মোঃ জহিরুল হক পরিকল্পনা প্রধান	-	মবক, মোংলা ও সদস্য, ইনোভেশন টিম।
৩।	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপ-প্রধান অর্থ ও হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	-	মবক, মোংলা ও সদস্য, ইনোভেশন টিম।
৪।	জনাব মোঃ মাকরুজ্জামান উপ-সচিব (বোওজস)	-	মবক, মোংলা ও সদস্য, ইনোভেশন টিম।
৫।	জনাব সগীর আহমেদ প্রোগ্রামার	-	মবক, মোংলা ও সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম।
৬।	শিরীন আফরোজ অনু সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ)	-	মবক, মোংলা ও সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় সেবা সমূহঃ

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগ

২। সেবা সহজীকরণ

৩। ডিজিটাল সেবা

৪। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থ বছরের
“উদ্ভাবনী উদ্যোগ”

ক্রমিক নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর নাম	সেবাটির বর্তমান অবস্থা	সেবা গ্রহীতা
১।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় wastage burn house নির্মাণ।	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে সেবাটি চলমান আছে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্দর ব্যবহারকারীগণ।
২।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ভবন হতে জেটি মেইন গেইট পর্যন্ত ওয়াক ওয়ে নির্মাণ।	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে সেবাটি চলমান আছে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্দর ব্যবহারকারীগণ।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন অর্থ বছরের **"সেবা সহজীকরণ"**

ক্রমিকনং	সহজীকৃত সেবার নাম	সেবা বাস্তবায়নের তারিখ	সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা	টিসিভি (আগে)		টিসিভি (পরে)
১।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অফিস ভবন এবং প্রয়োজনীয় স্থানসমুহে ইলেকট্রিক পানির ফিল্টার সরবরাহ, সংস্থাপন ও সংযোজন ও সেবা প্রদান সহজী করণ।	কার্যক্রম চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্দর ব্যবহারকারীগণ	টি-	১ দিন	২ মিনিট
				সি-	প্রায় ১০০ টাকা	০০ টাকা
				ভি-	১-২ বার	০ বার
২।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জমাদি সংগ্রহ ও পরিচালন পদ্ধতি ঝামেলামুক্ত ও সহজীকরণ।	কার্যক্রম চলমান আছে	বন্দর ব্যবহারকারীগণ	টি-	১.৩০ ঘন্টা	২৫ মিনিট
				সি-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দরের বিদ্যমান ট্যারিফ অনুযায়ী	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দরের বিদ্যমান ট্যারিফ অনুযায়ী
				ভি-	২-৩ বার	১ বার

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন অর্থ বছরে গৃহীত **"ডিজিটাল সেবা"**

ক্র নং	অনলাইন সেবার নাম	সেবাটির বর্তমান অবস্থা	সেবা গ্রহীতা	টিসিভি (আগে)		টিসিভি (পরে)
১।	হারবার বিভাগের জলযান ও যান্ত্রিক তড়িৎ বিভাগের ইকুইপমেন্ট সমূহের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশনা	কার্যক্রম চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	টি	১ দিন	২ মিনিট
				সি	প্রায় ১০০ টাকা	০০ টাকা
				ভি	১-২	০ বার
২।	বন্দর ব্যবহারকারীদের কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্রে One Stop Service সেন্টার হতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সরঞ্জাম ও ড্রাইভার বুকিং কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান।	কার্যক্রম চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	টি	১.৩০ ঘন্টা	২৫ মিনিট
				সি	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দরের বিদ্যমান ট্যারিফ অনুযায়ী	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দরের বিদ্যমান ট্যারিফ অনুযায়ী
				ভি	২-৩ বার	১ বার

ক্র নং	অনলাইন সেবার নাম	সেবাটির বর্তমান অবস্থা	সেবা গ্রহীতা	টিসিভি (আগে)		টিসিভি (পরে)
৩।	মবক'র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে অন-লাইনে চাকুরী আবেদন প্রক্রিয়া।	কার্যক্রম চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	টি	২-৩ বার	১ বার
				সি	১৩০ দিন	৩০ দিন
				ভি	প্রায় ৫০০০ টাকা	প্রায় ১৫০০ টাকা
৪।	Attendance Management System ডিজিটালাইজ করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	টি	১০ দিন	১ ঘন্টা
				সি	৫০০ টাকা	০০ টাকা
				ভি	৩ বার	০ বার
৫।	পে-স্লিপ, ই-মেইল এর মাধ্যমে সেবা গ্রহিতার কাছে সব ধরনের তথ্য পাঠানো হচ্ছে এবং সেবাটি চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।	টি	৩০ মিনিট	২ মিনিট
				সি	৫০.০০ টাকা	০০ টাকা
				ভি	১ বার	০ বার

ক্র নং	অনলাইন সেবার নাম	সেবাটির বর্তমান অবস্থা	সেবা গ্রহীতা	টিসিভি (আগে)		টিসিভি (পরে)
৬।	ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অনলাইন করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	টি	৬ ঘন্টা	১ মিনিট
				সি	০০ টাকা	০০ টাকা
				ভি	০ বার	০ বার
৭।	হারবার বিভাগের বার্থিং সভা টেলিকনফারেন্সর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।	কার্যক্রম চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	টি	২ ঘন্টা	২ মিনিট
				সি	প্রায় ২০০.০০ টাকা	০০ টাকা
				ভি	২ বার	০ বার
৮।	মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর রক্তের গ্রুপ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিবন্ধন করণ ও তথ্য প্রদান।	কার্যক্রম চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্দর ব্যবহারকারীগণ	টি	৫ ঘন্টা	০০ মিনিট
				সি	১০০০ - ১৫০০ টাকা (আনুমানিক)	০০ টাকা
				ভি	২-৩ বার	১ বার

ক্র নং	অনলাইন সেবার নাম	সেবাটির বর্তমান অবস্থা	সেবা গ্রহীতা
৯।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ডিজিটাল আই পি বি এক্স সিস্টেম চালুকরণ।	চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ
১০।	সুপেয় পানি সরবরাহ অপচয় রোধ ও অনলাইনে বিল প্রদান সহজকীরণ।	চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ
১১।	জেটি প্রধান ফটক হতে জেটি অভ্যন্তরে গাড়ী প্রবেশ এবং বের হওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এক্সেস কন্ট্রোল ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করন।	চলমান আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্দর ব্যবহারকারীগণ

ক্র নং	অনলাইন সেবার নাম	সেবাটির বর্তমান অবস্থা	সেবা গ্রহীতা
১২।	Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) চালুকরণ।	চলমান আছে	বন্দর ব্যবহারকারীগণ।
১৩।	পোর্ট অটোমেশন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারে ফায়ারওয়াল ও ভিএমওয়্যার সংযোজন।	কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।
১৪।	পাবলিক ডোমেইন, এসএসএল, অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ও হটলাইন নম্বর সংযোজন।	কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্দর ব্যবহারকারীগণ।
১৫।	বিদ্যমান পোর্ট অটোমেশন অ্যাপ্লিকেশনে পেমেন্ট ইন্টারফেস ইন্টিগ্রেশন মডিউল সংযুক্তকরণ।	কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্দর ব্যবহারকারীগণ।

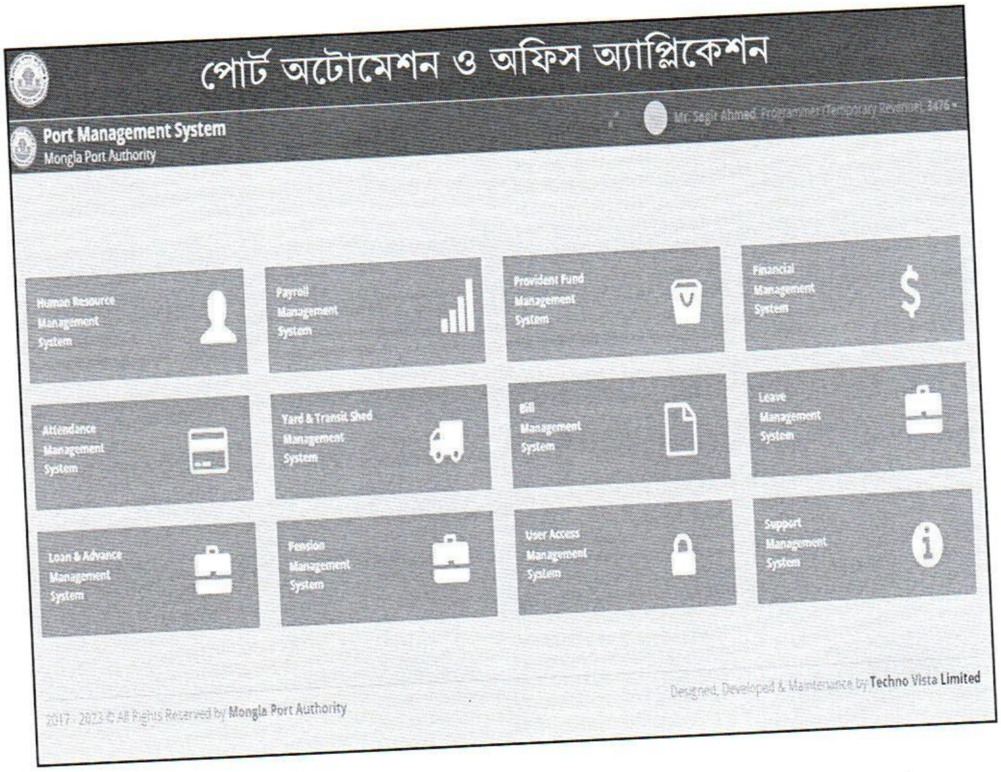
পোর্ট অটোমেশন ও অফিস অ্যাপ্লিকেশন
Port Management System
Mongla Port Authority
Human Resource Management System
Payroll Management System
Provident Fund Management System
Financial Management System
Attendance Management System
Yard & Transit Shed Management System
Bill Management System
Leave Management System
Loan & Advance Management System
Pension Management System
User Access Management System
Support Management System
Designed, Developed & Maintenance by Techno Vista Limited
2017 - 2023 © All Rights Reserved by Mongla Port Authority

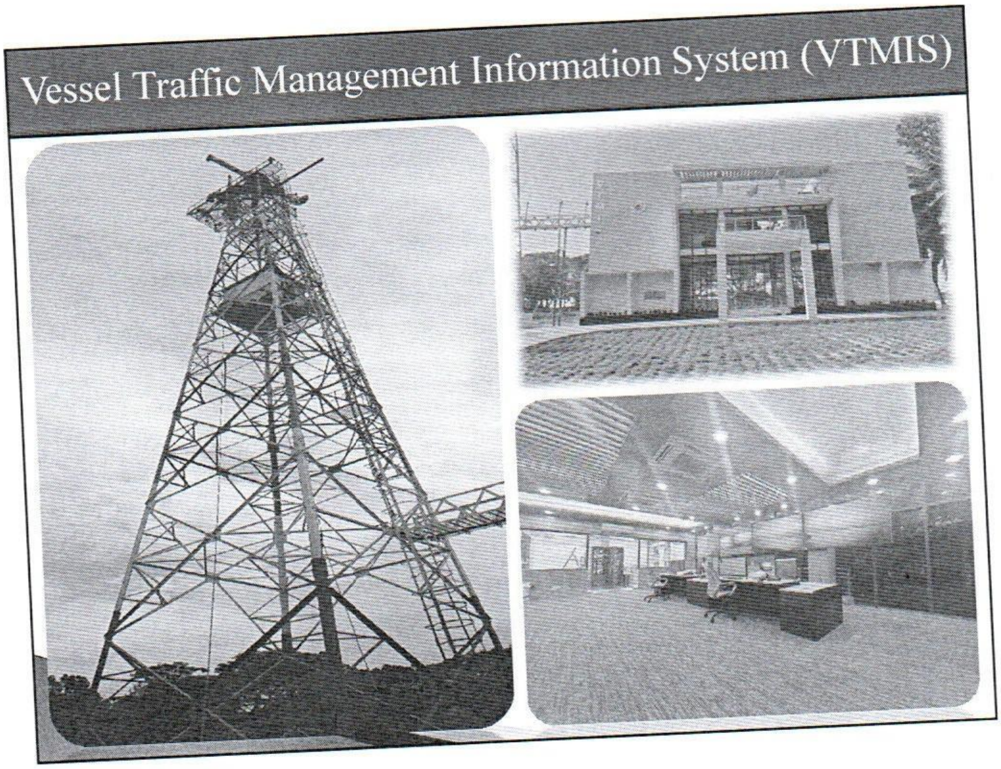
Vessel Traffic Management Information System (VTMIS)

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয় / ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম
১।	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগের কর্মকর্তাগণের মধ্যে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা তৈরী।	অবহিতকরণ সভা আয়োজন।
২।	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষন আয়োজন।	4IR সম্পর্কিত ইন হাউজ প্রশিক্ষণ।
৩।	প্রশিক্ষন হতে প্রাপ্ত আইডিয়া সমূহের বাস্তবায়নের জন্য টিম গঠন।	4IR সেল / টিম গঠন
৪।	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 4IR প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা আয়োজন।	বন্দরে সময়োপযোগী 4IR প্রযুক্তি ব্যাবহার বিষয়ে বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন।

শিরীন আফরোজ অনু
সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ) এবং
সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম